www.banglainternet.com

represents

Mukim Obosthai Sorik Kurbani Bishoye Somadhan

মুক্বীম অবস্থায় শরীক কুরবানী বিষয়ে সমাধান

রচনায় ঃ
আখতারুল আমান বিন আব্দুস্ সালাম
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সঊদী আরব)
দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, জাহ্‌রা শাখা, কুয়েত।

সম্পাদনাঃ
আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস্ সালাম
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সঊদী আরব)

প্রকাশনায় ঃ
জায়েদ লাইব্রেরী,
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা।
০১৮২১৭২৪৯৬০

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকের কথা ঃ

আলহামদু লিল্লাহ। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। ছলাত ও সালাম নাযিল হোক নাবী মুহাম্মাদ (ছঃ) এবং তার সহধর্মিনী, সন্তান-সন্তুদি ও সহচরগণের উপর। অতঃপর কথা ঃ

(১) মুসলিম সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়– চাই তা আক্বীদাগত হোক চাই তা আমলগত হোক যদি প্রকৃত অর্থে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী হয় তবে তার সংস্কার করার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আর এরূপ বিষয় সংস্কার করতে গেলে সমাজের লোক অবশ্যই দু'ভাগে ভাগ হবেই। এক শ্রেণীর লোক মেনে নিবে এবং আরেক শ্রেণীর লোক বিরোধীতা করবে। যারা বিরোধীতাকারী তারাই হক্বের মানদণ্ডে ফিতনাকারী অথচ তারা সংস্কারকদেরকে উল্টা ফিতনাকারী বলে দোষারোপ করে। কিন্তু যে আমল কুরআন সুন্নাহ মতে বৈধ – তবে উত্তমের পরিপন্থী এমন বিষয়কে অবৈধ বা নাজায়িয বলে কেবল উত্তমটাকেই বৈধ বলাটা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ এতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ করে এর কারণে যদি সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিভক্তি সৃষ্টি হয়।

এমন একটি বিষয় হচ্ছে গরু মহিষে বা উটে ৭ (সাত) ভাগে কুরবানী দেয়ার বিষয়টি। উত্তম হলো একজন বা এক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গোটা পশু; সামর্থ বেশী হলে একাধিক পশু কুরবানী করা। এমনকি যারা ভাগে গরু কুরবানী করতে চায় তাদের জন্য ভাগের টাকা দিয়ে একটা ছাগল কুরবানী করাই উত্তম। কেননা ভাগে কুরবানী দিতে গেলে প্রশ্ন উঠে যে, কুরবানীকারীর একার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে নাকি তার পরিবারের পক্ষ থেকে? যদিও নির্ভরযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য আলিমগণ একভাগে শরীক হলেও পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে আদায় হবে বলে দলীলের নির্দেশনা মতে দাবী করেছেন। চাই তা সফরে হোক বা নিজ অঞ্চলে। যেমন এ গ্রন্থের শেষে পাওয়া যাবে। অথচ এক শ্রেণীর অর্বাচীন আলিম পূর্ব থেকে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আমল মুক্বীম অবস্থায় ৭ (সাত) ভাগে কুরবানীকে নাজায়িয বলছেন। আর এরূপ জায়িয হওয়াকে সফরের জন্য সীমাবদ্ধ করছেন। এ

মর্মে এক শ্রেণীর ছহীহ হাদীছ উল্লেখ করেন যেগুলোতে সফরে ৭ (সাত) ভাগে কুরবানীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা নিজেরাও দু' একটি এমন হাদীছ পেয়েছেন যেগুলোতে সফরের কথা উল্লেখ নেই। এ ধরণের হাদীছের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছীনে কেরামের পথ পরিহার করে নিজেরা একটি বাংলা মৌলনীতি তৈরী করে সেই মৌলনীতির দ্বারা হাদীছগুলোকে আমলশুণ্য করেছেন। তারা বলেছেন এ হাদীছগুলো **"ব্যাখ্যাশুণ্য হাদীছ"** অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা বিশিষ্ট হাদীছ হলো ঐগুলো যেগুলোতে সফরের কথা উল্লেখ আছে। অতএব তারা সফরের উল্লেখ নেই এমন সব হাদীছকেও সফরের ক্ষেত্রে ধরে নেয়ার পক্ষপাতি।

অথচ এটা অত্যন্ত সহজ কথা যে, যে আমল সফরে ও মুক্বীম অবস্থায় জায়িয তার জন্য দুই ধরণের হাদীছ আসতে পারে এটাই স্বাভাবিক। এক প্রকার হাদীছে সফরের উল্লেখ থাকবে। অন্য প্রকার হাদীছে সফরের উল্লেখ থাকবে না। তারা যে দাবী করেছেন বা মৌলনীতি তৈরী করে ফায়সালা দিয়েছেন এমন কথা কোন হাদীছ বিশারদ মুহাদ্দিছ বা মুফাসসির কোন কিতাবে উল্লেখ করেননি। এ কথা একান্তই তাদের নিজস্ব যার কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে স্থান নেই। বরং তাদের কথার সম্পূর্ণ বিরপরীত কথা বলেছেন মুহাদ্দিছ ও মুফাসসিরগণ। আল্লামাহ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীত্বী তার বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থে বলেছেনঃ

اعلم أن جمهور أهل العلم أجازوا اشتراك سبعة مضحين فى بدنة أو بقرة بأن يشتروها مشتركة بينهم' ثم يهدوها أو يضحواها عن كل واحد سبعها' وقد قدمنا النصوص الصريحة بذلك في الهدى' والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الهدي والأضحية

জেনে রাখুন, অধিকাংশ বিদ্যানগণ উট বা গরু-গাভীতে সাতজন কুরবানীকারীর শরীক হওয়া বৈধ ঘোষণা করেছেন, তারা সবাই শরীকে তা ক্রয় করবে, অতঃপর হজ্জের হাদী(কুরবানী) হিসাবে অথবা (ঈদুল আযহার) কুরবানী হিসাবে সবাই এক সপ্তমাংশ নিয়ে শরীক হবে। ইতোপূর্বে হাদী (হজ্জ সফরে কুরবানী) সম্পর্কে কতগুলো দলীল পেশ করেছি। প্রকাশ্য ও স্পষ্ট কথা এই যে, সাতভাগের ক্ষেত্রে হাদী (হজ্জ সফরের কুরবানী) ও ঈদুল আযহার কুরবানীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

(আযওয়াউল বায়ান ৫ম খণ্ড ২১৮ পৃষ্ঠা)।

অধিকাংশ বিদ্যানের বিপরীতে রয়েছেন ইমাম মালেক ও তার কতিপয় অনুসারী। তাদের কথা হলঃ সফর কিংবা মুক্বীম কোন অবস্থাতেই শরীকে (মালিকানার ভিত্তিতে) কুরবানী দেয়া যাবে না। বরং একজনের মালিকানায় নিয়ে অন্যদেরকে নেকীতে শরীক করবে। (প্রাগুক্ত ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা)।

ছহীহ হাদীছের ছহীহ অর্থ ও মর্ম অনুযায়ী আমল করলেই কেবল বলা যায় সুন্নাতী আমল। পক্ষান্তরে ছহীহ হাদীছের জাল যঈফ অর্থ অনুযায়ী আমল করলে আমলটিকে কখনই সঠিক বলা হবে না। বরং এমন আমল বা কথাকে বিদআ'তই বলা হবে।

আলোচ্য বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী ভাইগণ যা বলছেন তা ছহীহ হাদীছের জাল যঈফ অর্থ ও মর্ম অনুযায়ী বলছেন।

ছহীহ হাদীছের ছহীহ অর্থ ও মর্ম অনুযায়ী আমলের মাপকাঠির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৩টি মাপকাঠি এই :

১। ছহীহ হাদীছটির অর্থ অপর কোন ছহীহ হাদীছ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

২।এই ছহীহ হাদীছটির অর্থ মর্ম ছাহাবায়ে কেরাম কি বুঝতেন তা উদ্ধার করতে হবে। আর তাদের বুঝ তাদের বক্তব্য, ফাতওয়া ও আমল দ্বারা জানা সম্ভব।

৩। যে হাদীছটি আমি আমল করব মুহাদ্দিছগণ বিশেষভাবে যে হাদীছগ্রন্থ থেকে হাদীছটি বা হাদীছগুলো নিয়েছি সেই গ্রন্থের সংকলক মুহাদ্দিছগণ কি বুঝেছেন সেটা উদ্ধার করে আমল করলে আমল ও অর্থ শুদ্ধ হবে।

দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগের প্রায় মাযহাবী আলিমগণ ও বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন দৃষ্টিপোষণকারীগণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করলেও উপরোক্ত পন্থায় হাদীছ না বুঝে জাল যঈফ অর্থ অনুযায়ী আমল করেন ও ফাতওয়া দেন।

এমনটিই করেছেন আলোচ্য বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী ভাইগণ। যার জন্য সমাজে এর বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাদের উক্ত কথা বা ফাতওয়ার নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে ও নির্ভরযোগ্য কোন আলিমের বক্তব্যে পাওয়া যায় না। তাদের ফাতওয়া মুখের বক্তব্য ও নিজস্ব ম্যাগাজিনে সীমাবদ্ধ।*

উক্ত ফাতওয়া বিভ্রান্তির বিস্তার রোধকল্পে আমার সহোদর ছোট ভাই ছহীহ হাদীছের ছহীহ নির্দেশনা অনুযায়ী ছোট আকারে এ গ্রন্থ খানা লিখেছেন। গ্রন্থটির নাম দেয়া হয়েছেঃ "মুক্বীম অবস্থায় শরীক কুরবানীর সমাধান"।

(* উল্লেখ্য যে, গ্রন্থের সংকলক শাইখ আখতারুল আমান, এ গ্রন্থটি উল্লিখিত মাগ্যাজিন (মাসিক আত-তাহরীক)এ প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্তর্নিহিত কারণে আজও তা প্রকাশ করা হয় নি।

বলা বাহুল্য আমাদের জানামতে উক্ত ম্যাগাজিনটির মত ভাল ইসলামী ম্যাগাজিন বাংলাদেশে না থাকায় হক্ব প্রিয় পাঠকদের ঐ ম্যাগাজিনেরই গ্রাহক হতে বলে থাকি। এবং হয়ত যতদিন এর চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য ম্যাগাজিন না প্রকাশিত হবে ততদিন পাঠকদেরকে এটিরই গ্রাহক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে যাব। ইনশাল্লাহ।) সম্পাদক।

৭ শরীকে কুরবানী সংক্রান্ত আনুসাঙ্গিক আরো কিছু মাসআলার সমাধান

(২) গরু-গাভী ও উটে ৭ ভাগ বা শরীক একটি স্থায়ী নিয়ম যার প্রয়োগ সফর ও মুক্বীম সর্বাবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য। এর প্রয়োগ ৪ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। হজ্জের হাদী, কুরবানী, যাকাত ও গণীমতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে। সম্ভবতঃ মুক্বীম অবস্থায় ৭ শরীকে কুরবাণী রোধকারী বা নিষেধকারী ভাইদের জ্ঞান গোচরে না থাকায় এটাকে নাজায়িয বলেন। এটা তাদের ব্রেনেই ধরেনি যে, কুরবানীর ক্ষেত্রে মুক্বীম অবস্থায় উট গরুতে ৭ শরীক অস্বীকার করলে অন্য ক্ষেত্রেও অস্বীকার করা প্রযোজ্য হয়ে যায়। নবী (ছঃ) গণীমতের মাল (উট) বন্টন করার সময় উট কম পড়লে ৭টি ছাগল দিতেন। ছাগল বণ্টন করার সময় কম পড়লে সাতজনকে একটি উট দিয়ে দিতেন। এমনিভাবে যাকাতের ক্ষেত্রে একটি উটের ক্ষেত্রে ৭টি ছাগল এবং ৭টি ছাগলের ক্ষেত্রে ১টি উট দ্বারা বিনিময় করা হত।

(৩) শরীক কুরবানী সম্পর্কে আরো একটি বিভ্রান্তির নিরসনঃ

নবী (ছঃ) এর সুন্নাহ বা তরীকাহ অনুসরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সংখ্যাভিত্তিক অনুসরণ। অর্থাৎ কোন ইবাদাত ও আমালের ক্ষেত্রে যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয় এবং অবস্থা, শর্ত ও ব্যক্তি বিশেষে সেই সংখ্যা কমানো ও বাড়ানোর সুনির্দিষ্ট দলীল না থাকে তবে ঐ সংখ্যা পূর্ণ করা ছাড়া উক্ত আমল বা ইবাদাত বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্য বা কবুল হবে না। এ বিষয়টি সবিস্ত

ারে উদাহরণসহ দেখুন সম্পাদক কর্তৃক অনুদিত "সলাত পরিত্যাগকারীর বিধান" গ্রন্থের অনুবাদকের ভূমিকায়। পৃষ্ঠাঃ ৮-১০।

নিঃসন্দেহে কুরবানী একটি সৎ আমল। অতএব ঈদুল আযহার দিনে উট বা গরুতে শরীকে কুরবানী দিতে চাইলে অবশ্যই সাত ভাগ পূর্ণ করতে হবে। অবশ্যই সাতজন শরীক করতে হবে। দু'জন শরীক হয়ে দু'ভাগে বা তিনজন শরীক হয়ে তিনভাগে বা চার, পাঁচ, ছয় ভাগে কুরবানী করা ঠিক নয়। কেননা রসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেনঃ البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة

গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উটও সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী হবে।

إلى سبعة বলেননি সাতজন পর্যন্ত শরীক হতে পারবে। এটা মনে হয় ভাগে গোস্ত কিভাবে বেশী পাওয়া যায় সাধারণ জনগণের এমন গবেষণা ও পরিকল্পনা থেকে চালু হয়েছে। ৭ জনের পক্ষ থেকে বলার কারণে গরু গাভীতে যেমন ৮ জন শরীক হতে পারবে না তেমনি এর কম ২/৩/৪/৫/৬ জনও শরীকে কুরবানী করতে পারবে না। সাতের কমে শরীক হওয়ার অনুমোদন বা প্রমাণ কোন হাদীছ বা ছাহাবায়ে কেরামের আমলে পাওয়া যায় না। অবশ্য উটে ১০ জন শরীক হতে পারবে মর্মে দলীল পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তবে ২, ৩, ৪, ৫, এবং ৬ জনে কুরবানী করলেও ৭ ভাগ করলে কোন সমস্যা নেই। ২ জন করলে একজন ৩ ভাগ অপর জন ৪ ভাগ নিবে। ৩ জন করলে ২ জন ২ ভাগ করে নিবে ও একজন ৩ ভাগ নিবে এবং ভাগ অনুপাতে টাকা দিবে।

(৪) অনেকে কুরবাণীর গরু-গাভীতে ৭ শরীক পূর্ণ করে বাচ্চাদের আক্বীকার নিয়তে। এরূপ করা ছহীহ্ সুন্নাহ বিরোধী বিদআ'ত। আক্বীক্বাহ ও কুরবানী সব দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির দু'টি আমল। কুরবানীতে পশু বিশেষে শরীক চলে কিন্তু আক্বীকার ক্ষেত্রে শরীক চলবে না। আক্বীকার ক্ষেত্রে গোটা প্রাণের বিপরীতে গোটা প্রাণ দিতে হবে। অর্থাৎ ছেলে হলে দু'টি ছাগল বা দু'টি গরু বা দু'টি উট দিতে হবে। আর মেয়ে হলে একটি গোটা প্রাণী জবেহ্ করতে হবে।

অনেকে উট গরুতে ৭ শরীকের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র ভাগ বরাদ্দের মাধ্যমে শরীক করে। যেমন নবী (ছঃ) বা পিতা-মাতাকে । এ মর্মে

কুরআন সুন্নাহয় কোন সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় না। অতএব তাদের জন্য স্বতন্ত্র কুরবানী বা স্বতন্ত্র ভাগে কুরবানী সুন্নাহ সম্মত নয়। কোন সুনানের কিতাবে আলী (রাঃ) কর্তৃক নবী (ছঃ) এর পক্ষ থেকে প্রতি বছর ঈদুল আযহায় একটি ছাগল কুরবানী করার ব্যাপারে যে হাদীছটি পাওয়া যায় তা ছহীহ নয়। তা ছাড়া সে হাদীছে আছে, তাঁর নিকট কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেনঃ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

আমাকে রসূলুল্লাহ (ছঃ) এ মর্মে অছিয়ত (উপদেশ) দিয়ে গেছেন।

অতএব কোন মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় যদি কোন ওয়ারিশ বা আত্নীয়কে তার পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়ার অছিয়ত করে যেয়ে থাকে তবে তার পক্ষ থেকে এরূপ কুরবানী দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে সমস্ত আলিমের ঐকমত্য রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কৃত কুরবারীর পশুর বা তা ভাগের গোস্ত উক্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের কেউ খেতে পারবে না। পুরাটাই গরীব মিসকীনদের মাঝে ছদাকাহ স্বরূপ বিতরণ করতে হবে।

আর ওছিয়ত না করে গেলে এরূপ কুরবানী ঠিক নয়।

হ্যাঁ, তবে যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন তাঁর ও নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করে তখন পরিবারের মধ্যে মৃত সদস্যদেরকেও নিয়তে শরীক করলে তারাও নেকী প্রাপ্ত হবে। এ মর্মে নির্ভরযোগ্য আলিমগণের ফাতওয়া রয়েছে।

(৬) একটি গোটা পশু পুরা পরিবারের পক্ষ থেকে চাই পরিবারের সদস্য ৭ জন হোক বা তার চেয়ে বেশী ৭০ জন হোক। ভিন্ন বাড়ী ও ভিন্ন হাঁড়ির কারণে এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না। বরং সাত বাড়ী ও সাত হাঁড়ি বা তদোধিক হলেও এক পরিবার বলে গণ্য হবে। তবে সামর্থ থাকলে সবাই বাড়ী প্রতি বা হাঁড়ি প্রতি স্বতন্ত্র কুরবানী দিলে সেটা আরো ভাল হয়।

আল্লাহ আমাদের কুরবানীসহ সকল আমল ছহীহ দলীলের ছহীহ নির্দেশনা অনুযায়ী করার তাওফীক দান করুন। এবং এ গ্রন্থটিকে কবুল করুন। এর মাধ্যমে উদ্ভুত ভ্রান্তির নিরসন করুন। আমাদের ভুল-ভ্রান্তি পাপ-পঙ্কিলতা মোচন করুন। আমীন।

– আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

০৮/১১/২০১০ ঈসায়ী।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিঃসন্দেহে কুরবানী একটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাতে ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর সুন্নাত আদায় করা হয়। আমাদের প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নতও প্রতিপালিত হয়। কারণ এ কুরবানী স্বয়ং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিয়েছেন। শুধু তাই নয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে যেয়ে ফরমিয়েছেনঃ

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

[رواه أحمد برقم 7924، وابن ماجة في الأضاحي برقم 3114]

অর্থঃ কুরবানী দেওয়ার সামর্থ থাকার পরও যে কুরবানী না দেয় সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকটবর্তী না হয়। - আহমাদ, ইবনু মাজাহ, কুরবানী অধ্যায়, হা/৩১১৪। মুহাদ্দিছ আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। (দ্রঃ ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২৫৩২)।

এ কারণেই একাধিক ওলামায়ে দ্বীন সামর্থবানের উপর কুরবাণী দেয়া ওয়াজিব বলেছেন, যাঁদের অন্যতম হলেনঃ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম রাবী'আহ, আওযাঈ, লাইছ এবং কতিপয় মালেকীদের মতেও ধনী শ্রেণীর উপর কুরবানী দেয়া ওয়াজিব। ইমাম মালেক ও নাখঈ থেকেও কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন। - আত্ত'লীকাতুর রাযিয়্যাহ্ আলার রাওযাতিন্নাদিয়্যাহ ৩/১২৬।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহেমাহুল্লাহ) এরও একই অভিমত।

-দ্রঃ নুযুমুল ফারায়েদ ওয়াক্বিনাসুল আওয়াবিদ মিম্মা ফী শারহি কিতাবাইত্তাওহীদ ওয়া রিয়াযিছ্ছালেহীন মিনাল ফাওয়াইদ, পৃঃ ৩৬, আশ্‌শারহুল মুমতি' আলা যাদিল মুস্তাকনি' ৭/৫১৮।

ইমাম আলবানীও এ মতের প্রবক্তা। ইমাম ইবনু উছায়মীন ও এমতটিকেই শক্তিশালী বলেছেন। -দ্রঃ আশ্‌শারহুল মুমতে' ৭/৫১৯।

প্রাগুক্ত দলীলাদি থেকে আমরা জানতে পারলাম কুরবানী করা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত! কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও অতি সত্য কথা যে- ঈদ ঘনিয়ে আসলে কুরবানীর কিছু বিষয় নিয়ে বিশেষ করে শরীক কুরবানী

নিয়ে শুরু হয় অহেতুক তোলপাড়। কেউ বলেন শরীক কুরবানী দেয়া যাবে, আবার কেউ বলেনঃ শরীক কুরবানী সফর অবস্থায় জায়েয এবং মুক্বীম অবস্থায় না জায়েয।

বিষয়টি নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি হওয়ায় আমি হাতে কলম নিয়েছি, যাতে বিষয়টির বিধান একেবারে দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অহেতুক ঝগড়া বিবাদ-বিসম্বাদ অঙ্কুরে নির্মূল হয়। কারণ আল্লাহ ফিৎনাহ-ফাসাদ পসন্দ করেন না। – আল্ বাক্বারাহ ঃ ২০৫। বরং তাঁর নিকট সন্ধি-মিমাংসা করাই হল উত্তম। –দ্রঃ আন্ নিসা/১২৮।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ

قوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق.

(تفسير القرطبي، تفسير الآية رقم 128 –من سورة النساء).

অর্থ: 'আল্লাহর বাণী **"আর সন্ধি-মিমাংসা করাই হল অধিক উত্তম"** এটি ব্যাপক শব্দ। যার দাবী এই যে, আত্মা শান্তি বোধ করে, মতবিরোধ দূর হয় এমন সন্ধি-মিমাংসাই প্রকৃত সন্ধি-মিমাংসা যা সর্বাবস্থায় উত্তম।

– তাফসীরুল কুরতুবী, সূরা নিসার ১২৮ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

নবী শু'আইব (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর কওমকে লক্ষ্য করে যা বলে ছিলেন, আমিও ঠিক তাই আমার কওমকে লক্ষ্য করে বলতে চাই। তিনি বলেছিলেনঃ

(وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) [سورة هود:৮৮]

অর্থ: 'আর আমি চাই না যে, আমি তোমাদের বিরোধিতা করে নিজে যা থেকে নিষেধ করেছি তোমাদেরকে - আমি সেদিকেই ফিরে যাব। আমি তো চাই আমার সাধ্যমতে তোমাদের সংশোধন। আল্লাহর মাধ্যমেই আমার তাওফীক। আমি তাঁর উপর ভরসা করেছি,এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি'। – সূরা হূদ ঃ ৮৮।

এবার তাহলে মূল বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা যাক ঃ

যেহেতু 'মুক্বীম অবস্থায় শরীক কুরবানীর বিধান' মর্মে বিষয়টি নিয়ে **বিতর্ক দেখা দিয়েছে, পক্ষে-বিপক্ষে বেশ লেখালেখি, বলাবলি হয়েছে, তাই আমরা বিষয়টির ফায়ছালা সরাসরি কুরআন ও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ থেকেই নেব। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ**

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)[سورة النساء: 59].

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, এবং তাদের যারা তোমাদের ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নেতৃত্ব দানকারী, আর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিতর্ক কর, তবে বিষয়টিকে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, ইহাই উত্তম এবং ব্যাখ্যার দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট'। - আন্ নিসা ঃ ৫৯।

এ **কথা** সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহর রাহে একটা গোটা জান কুরবানী দেয়াই উত্তম। কারণ একটা গোটা জান কুরবানী দিলে তা গোটা পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, যদিও সে পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাতেরও অধিক হয়। এ বিষয়ে তেমন কোন মতবিরোধ নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে শরীক কুরবানী এর ব্যতিক্রম। তাতে যে শরীক হবে শুধুমাত্র তার পক্ষ থেকেই কুরবানী হবে; তার পরিবারের পক্ষ থেকে আদায় হবে না বলে একাধিক আলেমে দ্বীন মন্তব্য করেছেন। অবশ্য সঊদী আরবের ফাতাওয়া প্রদানের স্থায়ী কমিটি শরীক কুরবানীও পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট এবং সুন্নাত সম্মত বলে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। এই কমিটিতে আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায (প্রধান মুফতী হিসাবে), আল্লামা আব্দুর রায্যাক আফীফী (উপ প্রধান হিসাবে), আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন গুদায়ইয়ান (সদস্য হিসাবে), আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন কুঊদ (সদস্য হিসাবে) রয়েছেন।

- দেখুনঃ ফাতাওয়াল্লাজনাহ আদ্দায়িমাহ, ফাৎওয়া নং ৮০৯০এর প্রথম নং প্রশ্ন। যথা স্থানে ফাৎওয়াটি আরবী মতন সহ পরিবেশন করা হবে, ইন্শাআল্লাহ।

এক্ষণে উট ও গরুতে শরীক কুরবানী বৈধ কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা যাক

মুক্বীম- মুসাফির সর্বাবস্থায় উট ও গরুতে শরীক হওয়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বাণী ও ফাতাওয়া দ্বারা সুপ্রমাণিত। নিম্নে সে সম্পর্কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কতিপয় হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের আছার পেশ করা হলঃ

*নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীছ দ্বারা আমভাবে (মুক্বীম মুসাফির সকলের ক্ষেত্রে) শরীক কুরবানী বৈধ হওয়ার প্রমাণঃ

* হাদীছ নং ১

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةً.

[رواه الترمذي برقم ١٤٢١، والنسائي ٧/٢٢٢،وابن ماجة برقم ٣١٣١، وأحمد ١/٢٧٥، والحاكم ٤/٢٣٠ وهو في المشكاة برقم ١٤٦٩].

অর্থঃ আমরা আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এক সফরে ছিলাম এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হল। তখন আমরা গরুতে সাত জন ও উটে দশজন করে শরীক হলাম। - তিরমিযী, হা/১৪২১, [শব্দ তিরমিযীর], নাসায়ী ৭/২২২, ইবনু মাজাহ, হা/৩১৩১, আহমাদ ১/২৭৫, হাকিম ৪/২৩০, মিশকাত হা/১৪৬৯, হাদীছ ছহীহ।

* হাদীছ নং ২

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا (رواه مسلم برقم 2327).

অর্থঃ জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে উমরাহ দ্বারা উপকৃত হতাম। তখন আমরা একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে যবেহ করতাম এভাবে আমরা তাতে শরীক হতাম। - মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, হা/২৩২৭।

* হাদীছ নং ৩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (أخرجه مسلم في الحج برقم ٢٣٢٢).

অর্থঃ জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা হুদায়বিয়ার সনে উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং গরু ও সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছিলাম।

– মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, হা/২৩২২, আবু দাউদ হা/২৮০৯, তিরমিযী হা/১৪২২, ইবনু মাজাহ্ হা/৩১৩২।

<u>কেউ কেউ বলে থাকেন যে,</u> কুরবানীতে শরীক হওয়া সফর এবং হজ্জের সাথে খাছ। কারণ উপরোল্লেখিত হাদীছ গুলোতে সফরের কথা এসেছে, আর হজ্জের কথা এসেছে..। ইমাম লাইছ শরীক কুরবানীকে সফরের সাথে খাছ গণ্য করার প্রতিবাদে ইমাম ইবনু হাযম বলেনঃ এই খাছকরণ একেবারেই অনর্থক। -আল-মুহাল্লা ৭/৩৮১।

আমিও বলি, শরীক কুরবানীকে সফরের সাথে খাছ করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। কথাটি নিঃসন্দেহে বেদলীল, অযৌক্তিক এবং অসম্পূর্ণ গবেষণার তিক্ত ফল বৈ আর কিছুই নয়।

<u>কারণঃ</u>

(১) উক্ত বর্ণনা গুলোতে সফরের কথা থাকলেও সেখানে ঘুর্ণাক্ষরেও একথা বলা হয়নি যে, উক্ত শরীক কুরবানী সফরের সাথেই খাছ ও মুক্বীম অবস্থায় চলবে না।

(২) মুহাদ্দিছীনে কিরামের অনেকেই শরীক সংক্রান্ত উক্ত হাদীছ গুলোকে সাধারণভাবে কুরবানীর অধ্যায়ে এনেছেন; এ থেকেও বুঝা যায় যে, তাঁরা ঐসব হাদীছকে সাধারণ সফর বা হজ্জের সফরের সাথে খাছ হওয়া মনে করেননি।

যেমনঃ ইমাম তিরমিযী তার সুনান গ্রন্থে অত্র হাদীছটি "শরীক কুরবানী" শিরোনামের অধীনে সাধারণভাবে এনেছেন। নিম্নে সুনান তিরমিযীর হাদীছটি তিরমিযীর মন্তব্য সহ পরিবেশিত হলঃ

باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. قَالَ أَبو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ إِسْحَقُ يُجْزِئُ أَيْضًا الْبَعِيرُ عَنْ عَشَرَةٍ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ(سنن الترمذي، كتاب الأضاحي ، الحديث رقم 1422).

"অনুচ্ছেদঃ শরীক কুরবানী সম্পর্কে যা (হাদীছে) এসেছে"

অর্থঃ জাবির হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে হুদায়বিয়ায় উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং গরুও সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছি।

– তিরমিযী, কুরবানী অধ্যায়, হা/১৪২২।

আবু ঈসা (তিরমিযী) বলেনঃ অত্র হাদীছটি হাসান এবং ছহীহ। এরই উপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছাহাবাহ সহ অন্যান্য বিদ্বানদের আমল রয়েছে। এটা সুফয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফেঈ, আহমাদ এবং ইসহাক প্রমূখের কথা। ইসহাক বলেনঃ উট দশ জনের পক্ষ থেকেও যথেষ্ট হবে এবং তিনি ইবনু আব্বাসের হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। – তিরমিযী, কুরবানী অধ্যায়, ১৪২২ নং হাদীছ।

অনুরূপভাবে ইমাম আবু দাউদও তাঁর সুনান গ্রন্থে এভাবে একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম রচনা করেছেনঃ

باب في البقر والجزور عن كم تجزئ ؟

"অনুচ্ছেদঃ গরু ও উট কত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী যথেষ্ট হবে বা চলবে?"

অতঃপর যে হাদীছকে সফরের সাথে খাছ হওয়ার ধারণা করা হয় সে হাদীছটিই তিনি অত্র অধ্যায়ের অধীনে এনেছেন। নীচে সরাসরী সুনান আবু দাউদ থেকে সেই হাদীছটি পরিবেশিত হলঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا (سنن أبي داود الحديث رقم 2424).

অর্থ : জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যামানায় উমরা দ্বারা উপকৃত হতাম (তথা হজ্জে তামাত্তু'করতাম)। আমরা একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে যবেহ করতাম একটি উটও সাত জনের পক্ষ থেকে যবেহ করতাম; এভাবে আমরা তাতে শরীক হতাম। - আবূ দাউদ, হা/২৪২৪, হাদীছটি সামান্য তারতম্যে ছহীহ মুসলিম শরীফেও এসেছে। দ্রঃ ছহীহ মুসলিম,২/৯৫৫,হা/১৩১৮[1] ।

জাবির কর্তৃক বর্ণিত উক্ত হাদীছের পর পরই ইমাম আবু দাউদ ঐ জাবির এরই বর্ণিত নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাচনিক হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। সেটিও নিম্নে সরাসরি সুনান আবু দাউদ থেকে সনদ সহ উল্লেখ করা হলঃ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ (سنن أبي داود، كتاب الضحايا، الحديث رقم 2425، وهو في صحيح أبي داود برقم 2434).

---

[1] উক্ত হদীছে **'আমরা উপকৃত হতাম'** দ্বারা উদ্দেশ্য উমরাহ দ্বারা উপকৃত হওয়া তথা হজ্জে তামাত্তু' করা। তার মানেই ছাহাবায়ে কিরাম হজ্জে তামাত্তু' করতেন এবং সেসময় উট ও গরুর হাদী (কুরবানী)তে সাত জন করে শরীক হতেন। বিষয়টি ইমাম ইবনু খোযায়মার নিজ কিতাবের একটি শিরোনাম ও তার অধিন এই হাদীছটি পেশ করা থেকে খুবই স্পষ্ট। নিম্নে ইবনু খোযায়মার রচিত শিরোনামটি হাদীছ সহ পরিবেশিত হলঃ

باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة و البقرة الواحدة و الدليل على أن سبع بدنة و سبع بقرة مما استيسر من الهدى إذ الله عز و جل أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدى إذا وحده

(قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله): ثنا بندار ثنا يحيى عن عبد الملك و ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال بندار : قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.

قال الأعظمي : إسناده صحيح (صحيح ابن خزيمة 288/4، رقم الحديث 2902).

জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ গরু সাত জনের পক্ষ থেকে উটও সাত জনের পক্ষ থেকে (কুরবানীতে যথেষ্ট)। - আবু দাউদ, কুরবানী অধ্যায়, হা/২৪২৫, হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহ আবু দাউদ, হা/২৪৩৪)।

ইমাম আবু দাউদ তাঁর বর্ণনাকৃত উক্ত হাদীছদ্বয়কে তিনি সফরের শরীক কুরবানীর সাথে খাছ মনে করতেন না বরং মুক্বীমের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য মনে করতেন। সেজন্য তিনি শরীক কুরবানী অধ্যায়ে হাদীছ দুটি এনেছেন।

জাবির কর্তৃক বর্ণিত শরীক কুরবানী সংক্রান্ত উক্ত হাদীছদ্বয়কে ইমাম আবু দাউদ সফরের সাথে খাছ মনে করতেন না তার প্রমাণে আরও বলা যায় যে, তিনি সফরে কুরবানী করা সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করতঃ সেখানে জাবির এর হাদীছটি না এনে ভিন্ন একটি হাদীছ এনেছেনঃ

নিম্নে উক্ত অধ্যায়ের শিরোনাম ও তার অধীনে বর্ণিত হাদীছটির কপি সরাসরী সুনান আবু দাউদ থেকে উল্লেখ করা হলঃ

بَاب فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِّي

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ (سنن أبي داود، كتاب الضحايا، الحديث رقم 2431، وهو في صحيح مسلم برقم 3649، 3650).

" <u>অনুচ্ছেদঃ কুরবানীকারী মুসাফির প্রসঙ্গ</u>"

অর্থঃ ছাওবান হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানী করার পর বললেনঃ হে ছাওবান! তুমি আমাদের জন্য এই ছাগলটির মাংস প্রস্তুত কর। তিনি (ছাওবান) বলেনঃ আমি তাকে উক্ত ছাগলের মাংস পরিবেশন করতেই থাকি এমনকি আমরা মদীনায় এসে পৌঁছে যায়। - আবু দাউদ, কুরবানী অধ্যায়। হা/২৪৩১, হাদীছটি মুসলিম শরীফেও এসেছে। দ্রঃ মুসলিম, কুরবানী অধ্যায়, হা/৩৬৪৯, ৩৬৫০।

অতএব, দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হল যে,আবু দাউদের বর্ণিত শরীক সংক্রান্ত হাদীছটিকে সফরের সাথে খাছ করা নিতান্তই ভুল..।

(৩) হাদীছের শারেহ (ব্যখ্যাকার) গণও এসব হাদীছকে সফরের সাথে খাছ করেননি। যেমন আল্লামা আযীমাবাদী[২], আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপূরী[৩] এবং আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী প্রমূখ। তাঁরা কেউই কুরবানীতে শরীক সংক্রান্ত ঐহাদীছ গুলোকে সফরের সাথে খাছ করেননি।

(৪) এমনকি জগত বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহেমাহুল্লাহ) ও উক্ত হাদীছ গুলোকে সফরের সাথে খাছ করেননি, তাই তিনিও তার তাহকীক কৃত মিশকাতে ইতো পূর্বে উল্লেখিত আবু দাউদ এর ২৪২৫ নং হাদীছের টীকায় বলেনঃ

وقد صحّ أن البعير يجزئ عن عشرة، وبه قال اسحاق بن راهويه، واحتج بحديث ابن عباس الآتي (1469)

"অর্থ: কুরবানীতে উটে দশজন এর পক্ষ থেকে যথেষ্ঠ হওয়া বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, ইসহাক বিন রাহওয়াইহ-ও তাই বলেছেন। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে ইবনু আব্বাস এর হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন যা {এই মিশকাতে} ১৪৬৯ নম্বরে আসবে।"

– দেখুনঃআলবনীর তাহকীক কৃত মিশকাত, প্রথম খন্ড,পৃঃ৪৫৮,হা/ ১৪৫৮ এবং তার টীকা)।

<u>মুহাদ্দিছ আলবানী, ছাহাবী ইবনু আব্বাসের যে হাদীছটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন সেটি নিম্নরূপঃ</u>

---

[2] قال العلامة العظيم آبادي في عون المعبود:

(والبقرة عن سبعة) قال في السبل:دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة وهذا في الهدى ويقاس عليه الأضحية بل قد ورد فيها نص فأخرج الترمذي والنسائي من حديث بن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة انتهى(عون المعبود 362/7).

[3] قال العلامة عبد الرحمن المباركفوري رحمه الله:

قوله (وهو قول سفيان والثوري والشافعي وأحمد) وهو قول الحنفية واحتجوا بحديث الباب وما في معناه (وروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة) أسنده الترمذي فيما بعد بقوله [905] حدثنا الحسين بن حريث الخ (وهو قول إسحاق) أي بن راهويه (واحتج بهذا الحديث) ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير.(تحفة الأحوذي 554/3).

আমরা আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এক সফরে ছিলাম এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হল। তখন আমরা গরুতে সাত জন ও উটে দশজন করে শরীক হলাম।

- তিরমিযী, হা/১৪২১, {শব্দ তিরমিযীর}, নাসায়ী ৭/২২২,হা/৪৩১৬ ইবনু মাজাহ, হা/৩১২২, আহমাদ ১/২৭৫,হাকিম ৪/২৩০, মিশকাত হা/১৪৬৯, হাদীছ ছহীহ। হাদীছটি ইতো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)।

(৫) সঊদী আরবের ফাৎওয়া প্রদানকারী স্থায়ীকমিটিও সর্বাবস্থায় শরীক কুরবানী বৈধ বলেছেন। তাঁরাও উক্ত শরীক কুরবানীকে সফরের সাথে খাছ করেননি।

- দেখুনঃ ফাতাওয়াল্লাজনাহ আদ্দায়িমাহ, ১১/৪০১-৪০২, ফাৎওয়া নং ২৪১৬ এবং১০৮০৯ এর ২নং ফাৎওয়া)[4]।

---

[4] الفتوى رقم (2416)–من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. س: هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية، وهل يكونون من أهل بيت واحد، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا؟

ج: يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه ﷺ أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته(متفق عليه). وما رواه مالك، وابن ماجه، والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتىتباهى الناس فصاروا كما ترى).

وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي ﷺ أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، و لم يفصل ذلك. والله أعلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

فتوى أخرى للجنة الدائمة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10809)

س2: بالنسبة لغير الحاج لبيت الله هل عليه إراقة دماء (التي هي أضحية)، وهل يصح اشتراك عدد من الناس (من غير الحجاج) الاشتراك في ذبيحة، وهل تعتبر أضحية لكل منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

(৬) শরীক কুরবানীকে সফরে সংঘটিত হওয়ার জন্য সফরের সাথেই খাছ করলে যত কিছু নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক সফরে ঘটেছে তার সবগুলোকেই ঐ সফরের সাথে খাছ করা দরকার।

আর এ অবস্থায় শরী'আতের বহু মাসায়েল আমল থেকে বাদ পড়ে যাবে। তা ছাড়াও যে সমস্ত দলীল বাহ্যিকভাবে কোন কারণের সাথে জড়িত বা কোন গুণ দ্বারা বিশেষিত সে গুলোকে সে কারণ বা বিশেষ গুণের সাথে খাছ করে দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়বে। আর এ অবস্থায় শরী'আতের অসংখ্য মাসায়েল আমল থেকে বাদ পড়ে যাবে এবং ধর্মের নামে বহু অধর্ম চর্চা করা হবে। যেমনঃ

*আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً)[سورة النساء : ١٠١]

'আর যখন তোমরা যমীনে সফর কর, তখন ছালাতের কছর করলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। – সূরাহ আন্ নিসাঃ১০১[5]।

ج2: تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع، ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر، أو في واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز، أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

[5] قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما قوله تعالى : { إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الاية فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى : { ولا

অত্র আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের ভয় থাকলে সফরে ছালাত কছর করা জায়েয আছে নতুবা নয়। অথচ আসল উদ্দেশ্য তা নয়, এটা যোগ্য ওলামায়ে দ্বীন ভাল করেই জানেন।

*ছহীহ হাদীছে এসেছেঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِيْ السَّفَر

(المعجم الكبير 163/11، الحديث رقم 1137، والمعجم الأوسط 363/5، الحديث رقم 5562، ومصنف عبد الرزاق 548/2، الحديث رقم 4404، وهو في الصحيحة للألباني برقم 3040).

ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে দুই ছালাত একত্রিত (করে আদায়) করতেন।

– তাবরানীর আলমুজামুল কাবীর ১১/১৬৩, হা/১১৩৭, আলমজামুল আওসাত্ব ৫/৩৬৩, হা/৫৫৬২, মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক ২/৫৪৮, হা/৪৪০৪, হাদীছ বিশুদ্ধ। দ্রঃ সিলসিলাতুস আহাদীছ আছ্ ছহীহাহ, হা/৩০৪০)।

تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا } وكقوله تعالى : { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم } الاية وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قالت : سألت عمر بن الخطاب قلت له : قوله : { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } وقد أمن الناس ؟ فقال لي عمر رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : [صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته] وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وقال علي بن المديني : هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان فقلت : أين قوله : { إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ونحن آمنون ؟ فقال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى حدثنا علي بن محمد بن سعيد : حدثنا منجاب حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك قال : سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال : هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين.

(تفسير القرآن العظيم لابن كثير 723/1).

অত্র হাদীছ দ্বারা বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবল সফররত অবস্থাতেই দুই ছালাত একত্রিত করে পড়তেন, কারণ হাদীছে স্পটভাবে সফরের কথাই এসেছে। অথচ এমন ধারণা আদৌ সঠিক নয়। কারণ অন্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুকীম অবস্থাতেও কোন কোন সময় দুই ছালাত একত্রিত করে আদায় করেছেন। -বুখারী, হা/৫১০, মুসলিম, কিতাবুল মুসাফিরীন, হা/৪৯, ৫০, ৫৪)।

* আল্লাহ্ বলেনঃ

(وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا)[سورة النور :33]

'আর তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করনা।' - সূরাহ আন্নূর ঃ ৩৩।

অত্র আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ইঙ্গিত করে, যদি দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা না করতে চায় তবে তাদেরকে ব্যভিচারের প্রতি বাধ্য করা যাবে, অথচ এটা মোটেই উদ্দেশ্য নয়।

* যে সমস্ত নারীদেরকে বিয়ে করা হারাম তাদের অন্যতমা হলঃ স্ত্রীর আগের স্বামীর কন্যা। কুরআনে সে সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

(وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)[النساء:23]

'এবং (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সেই স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন পালনে আছে...'। - সূরাহ আন্ নিসা ঃ ২৩।

উক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থ একথাই প্রমাণ করে যে, নিজ স্ত্রীদের ঐসব কন্যাকে বিয়ে করা জায়েয যারা নিজের লালন পালনে নেই " অথচ ইহা জমহুর বিদ্বানের মতে মোটেও উদ্দেশ্য নয়। বরং যে স্ত্রীর সাথে মিলন ঘটেছে তার কন্যা (যা পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত সন্তান)সর্বাবস্থায় হারাম; চাই তার নিকট লালিত-পালিত হোক বা না হোক।

এ জাতীয় বহু উদাহরণ রয়েছে যা উছূলে ফিক্হের কিতাবাদীতে পাওয়া যাবে। অতএব, একটি দুটি আয়াাত ও হাদীছকে সামনে রেখে তার বাহ্যিক অর্থ দ্বারা দলীল পেশ করলে ধর্মের নামে অধর্মই বেশী চর্চা করা হবে, ইহাই

স্বাভাবিক। শরীক কুরবানীর ক্ষেত্রে কোন কোন বিজ্ঞ লেখক দ্বারা বাস্তবে তাই ঘটেছে (ওয়াল্লাহুল মুস্তা'আন)।

يقولون هذا عندنا غير جائز   فمن أنتم حتى يكون لكم عند؟!

(৭) কুরবানীতে শরীক হওয়া যে সফরের সাথে খাছ নয় তার প্রমাণে একাধিক হাদীছ ও ছাহাবীদের উক্তি রয়েছে নিম্নে সেগুলিও পরিবেশিত হলঃ

* হাদীছ নং ৪

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ فِيْ الْأَضَاحِيْ [رواه الطبراني في المعجم الكبير 83/10 برقم 10026، و الصغير والأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، انظر: صحيح الجامع الصغير برقم 2890].

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, কুরবানীর ক্ষেত্রে গরুতে সাত জনের পক্ষ থেকে এবং উটে সাত জনের পক্ষ থেকে (যথেষ্ট)। - তাবারানীর আল মু'জামুছ ছাগীর, আল মু'জামুল আওসাত,'আল মুজামুল কাবীর'১০/৮৩, হা/১০০২৬, হাদীছটিকে ইমাম আলবানী ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ছহীহুল জামে'আছ্ছগীর, হা/২৮৯০)।

অত্র হাদীছটি নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্বওলী (বাচনিক) হাদীছ যেখানে তিনি সফরের কথা মোটেই উল্লেখ না করে ব্যাপকভাবে বলেছেন, "কুরবানীর ক্ষেত্রে গরুতে সাত জনের পক্ষ থেকে এবং উটে সাত জনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট" আর মুহাদ্দিছীন ও উছূলবিদদের নিকট ক্বওলী ও ফে'লী বা "তাক্বরীরী" হাদীছে বাহ্যিকভাবে দ্বন্দ্ব দেখাদিলে এবং সমতা দেওয়া সম্ভব নাহলে ক্বওলী হাদীছই প্রাধান্য পায়। দেখুন ঃ মাজমূউ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ,নাইলুলআওত্বার,আস্সাইলুল জাররার, ১/৬৯, আত্তা'লীকাতুর রাযিয়্যাহসহ আর রওযাতুন্নাদিয়্যাহ, ১/১৩৩, মুহাদ্দিছ আলবানী প্রণীত'তামামুল মিন্নাহ' পৃঃ ৫৯-৬০,আল্লামা ইবনু উছাইমীন প্রণীত 'শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন,দ্বিতীয় খন্ড, এবং মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইলুশ্ শাইখ ইবনে উছায়মীন, ১৬ নং খন্ড, জুমআ বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতি)।

উল্লেখ্য যে, এই ক্বওলী হাদীছের সাথে উক্ত তাক্বরীরী (সমর্থন) সংক্রান্ত সফরের হাদীছটির কোন দ্বন্দ্ব নেই। এটা কেবল ভুল বুঝাবুঝি বা সংশয় এর দ্বন্দ্ব মাত্র। আর উভয়ের মাঝে তর্কের খাতিরে দ্বন্দ্ব মেনে নিলেও মুহাদ্দিছীনের নীতি অনুযায়ী ক্বওলী হাদীছই প্রধান্য পাবে। অতএব, নিঃসন্দেহে মুক্বীম অবস্থাতেও শরীক কুরবানী বৈধ।

তা তাছাড়াও উক্ত হাদীছের রাবী জাবির নন, বরং ইবনু মাসঊদ কাজেই সেই অজুহাত আর এখানে চলবে না যে, "একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দলীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্ববাদি সম্মত রীতি"।

* হাদীছ ঃ ৫

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ.

(أخرجه الطحاوي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 3108، وهو في الجامع الصغير وزيادته 542/1، برقم 5419).

'আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ **উট সাত জনের পক্ষ থেকে হবে।** - তাহাবী শরীফ, হাদীছ ছহীহ ,দ্রঃ আলবানীর ছহীহুল জামে, হা/৩১০৮, আলজামেউছ্ ছগীর ওয়া যিয়াদাতুহু ১/৫৪২, হা/৫৪১৯)।

উল্লেখ্য, এ হাদীছেও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমভাবে বলেছেনঃ উট সাত জনের পক্ষ থেকে হবে,এ হাদীছের বর্ণনাকারীও সেই ছাহাবী জাবির নন,বরং অন্য একজন ছাহাবী যার নাম আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)। কাজেই সে কথা কি আর ইলমের জগতে চলবে 'একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দলীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্ববাদি সম্মত রীতি"?।

শরীক সংক্রান্ত হাদীছগুলো যদি একমাত্র জাবির থেকেই বর্ণিত হত, তবে উক্ত নীতি বাক্য কোন রকম চলনসই ছিল। যদিও তা গভীর দৃষ্টিতে দেখলে সংশ্লিষ্ট মাসআলায় সম্পূর্ণরূপে অচল। কারণ জাবির এর শরীক কুরবানী সংক্রান্ত বিস্তারিত হাদীছটি নবীর ফেলী বা তাক্বরীরী হাদীছ আর আনাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি নবীর ক্বওলী হাদীছ। আর নবীর ফেলী বা তাক্বরীরী হাদীছের সাথে নবীর ক্বওলী তথা বাচনিক হাদীছের দ্বন্দ্ব বাধলে এবং সমাধান সম্ভব না হলে, ঐসময় ক্বওলী হাদীছই প্রাধান্য পাবে,এটাই

ফুক্বাহায়ে মুহাদ্দিছীন এবং উছূলবিদগণের সর্ববাদী সম্মত রায় যেমনটি ইতো পূর্বে রেফারেন্স সহ বিধৃত হয়েছে।

* হাদীছ নং ৬

(عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ ؟ قَالَ: يَا شَعْبِيُّ وَلَهَا سَبْعَةُ أَنْفُسٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ الْجَزُورَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ: أَكَذَاكَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: مَا شَعَرْتَ بِهَذَا)

[رواه أحمد في مسنده –في باقي مسند الأنصار–برقم 22380، وقال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح – انظر: مجمع الزوائد 3/ 226، وقال في فقه الأضحية ص: 88' هامش رقم: 1، إسناد صحيح والحديث ذكره الحافظ في فتح الباري 625/3 واستدل به على رجوع ابن عمر عن مذهبه السابق وهو عدم التشريك في الأضحية].

শা'বী হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি ইবনু ওমার (রাঃ)কে প্রশ্ন করলাম, বললামঃ উট ও গরু কি সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া যাবে? তিনি বললেনঃ হে শা'বী! তার কি সাতটি আত্মা আছে?। (শা'বী বলেনঃ) আমি বললামঃ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর (অন্যান্য) ছাহাবীগণতো বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উটকে সাত জনের পক্ষ থেকে এবং গরুকেও সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া মাসনুন (বিধিসম্মত) করেছেন। এতদশ্রবণে ইবনু ওমার এক ব্যক্তিকে বললেনঃ এরকমই কি তারা বলেন হে ওমুক! লোকটি বললঃ জি, হাঁ। ইবনু ওমার তখন বললেনঃ এটা তবে আমি অনুধাবন করতে পারিনি। - মুসনাদ আহমাদ, ইমাম হায়ছামী বলেনঃ হাদীছটির রিজাল তথা রাবীগণ ছহীহ (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থের রাবী,দ্রঃ মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৩/২২৬)।

মিসরের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন ও মুহাদ্দিছ শাইখ মুস্তফা বিন 'আদাবী বলেনঃ হাদীছটির সনদ ছহীহ,উক্ত হাদীছটিকে হাফেয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে (৩/৬২৫) উল্লেখ করেছেন এবং এ দ্বারা তিনি ইবনু ওমারের সাবেক রায় তথা শরীক কুরবানী নাকচ করা থেকে ফিরে আসা প্রমাণ করেছেন।

-দ্রঃ ফিকহুল উযহিয়্যাহ ঃ ৮৪ পৃষ্ঠার ১নং টীকা।

***হাদীছটি ইবনু হাযম এর "আল মুহাল্লা" গ্রন্থে ইবনু আবী শায়বার সূত্রে নিম্নরূপ এসেছেঃ**

(عن الشعبي قال: سألتُ ابن عمر عن البقرة والبعير تجزئ عن سبعة ؟ فقال: كيف أولها سبعة أنفس؟ قلتُ: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بالكوفة أفتـــوني فقالوا: نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فقال ابن عمر: ماشـــعرتُ).
[قال في فقه الأضحية: 88 صحيح بما قبله، يقصد به حديث أحمد السابق].

শা'বী হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি ইবনু ওমার (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলামঃ গরু ও উট সাত জনের পক্ষ হতে (কুরবানীতে) কি যথেষ্ট? ইবনু ওমার (রাঃ) বললেনঃ এটা কিভাবে হবে, ওর কি সাতটি আত্মা আছে? আমি বললামঃ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছাহাবীগণ যারা কুফায় রয়েছেন তাঁরা তো আমাকে এই মর্মে ফাৎওয়া দিয়ে বলেছেন যে, হাঁ চলবে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবু বাকর ও ওমার তাই বলেছেন। এতদশ্রবণে ইবনু ওমার বললেনঃ আমি তাহলে এটা অনুভব করতে পারিনি (হাদীছটি পূর্ব বর্ণিত হাদীছ দ্বারা বিশুদ্ধ)।

দ্রঃ ফিক্বহুল উযহিয়্যাহ,পৃঃ ৮৮)।

অত্র হাদীছেও সফরের কোন উল্লেখই নেই এবং সফর সংক্রান্ত হাদীছের রাবীও এই হাদীছটির বর্ণনাকারী নয় কাজেই সেই নীতি বাক্য এখানে চলবে না যে, "একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দলীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্ববাদি সম্মত রীতি"। এ হাদীছের পূর্বে যে দুই হাদীছ বণর্না করা হয়েছে তার রাবীও ভিন্ন অর্থাৎ জাবির (রাঃ) নন বরং আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এবং আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। এতদসত্ত্বেও ঐ হাদীছটি মারফূ' হাদীছ এবং নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্বওলী- বাচনিক হাদীছ যা ফে'লী বা তাক্বরীরী হাদীছের উপর অগ্রাধিকার লাভকারী। মুহাদ্দিছীন ও উছূলবিদগণের ইহাই অনুসৃত নীতি। - দেখুনঃ মাজমূউ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ,নাইলুলআওত্বার,আসসাইলুল জাররার, ১/৬৯, আত্তা'লীকাতুররাযিয়্যাহ সহ আররওযাতুন্নাদিয়্যাহ, ১/১৩৩, মুহাদ্দিছ আলবানী প্রণীত 'তামামুল মিন্নাহ' পৃঃ ৫৯-৬০, আল্লামা ইবনু উছাইমীন প্রণীত'শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন, দ্বিতীয় খন্ড, এবং মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইলুশ্ শাইখ ইবনে উছায়মীন,১৬ নং খন্ড,জুমআ বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতি)।

* হাদীছ নং ৭

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ (أخرجه أبوداود في الضحايا برقم 2425، وهو في صحيح أبي داود 540/2، برقم 2434).

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ গরু সাত জনের পক্ষ থেকে এবং উট সাত জনের পক্ষ থেকে (কুরবানী হবে)। - আবূ দাউদ হা /২৮০৮, ছহীহ আবুদাউদ, ২/৫৪০, হা/২৪৩৪, মিশকাত হা /১৪৫৮, মূল হাদীছ মুসলিম শরীফেও রয়েছে)।

অত্র হাদীছেও সফরের কোন উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে ইহা নবীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্বওলী হাদীছ যা ফেলী,তাক্বরীরী উভয় প্রকার হাদীছের উপর প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। তা ছাড়াও জাবির কর্তৃক বিস্তারিত বর্ণনাতেও একথা আদৌ বলা হয়নি যে, ঐ শরীক কুরবানী সফরের সাথেই খাছ ছিল। সফরে কুরবানীর ঈদের দিনে কি ঘটেছিল শুধু তাই বলা হয়েছে অন্য কিছু বলা হয়নি। কাজেই এর বেশী কিছু বুঝা অতিরিক্ত বুঝ বলে গণ্য হবে,যার সমর্থনে না আছে কুরআনের আয়াত, না আছে রাসূলের হাদীছ, না আছে সালাফে ছালেহীনের উক্তি, না আছে বর্তমান যুগের যুগশ্রেষ্ট ওলামায়েদ্বীনের অভিমত। বরং সম্পূর্ণ মন গড়া বুঝ যা অসম্পূর্ণ গবেষণার ফল বৈ আর কিছুই নয়।

* আছার নং ৮

عن زهير بن يعني ابن أبي ثابت قال: سمعتُ المغيرة بن حذف العبسي سمع رجلاً من همدان سأل عليا رضى الله عن رجل : اشترى بقرة ليضحي بها فنتجت، فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلاً وإذا كان يوم النحر فاذبحها هي وولدها عن سبعة[رواه البيهقي في السنن الكبرى (236/5)، الحديث رقم: 9990، (288/9)، الحديث رقم 18974، وهو في الطبقات الكبرى لابن سعد 231/6، وعزاه في المغني 3/ 580، و106/11، إلى سعيد بن منصور والأثرم. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير بعد إيراده هذا الحديث فيه : وذكره ابن أبي حاتم في العلل وحكى عن أبي زرعة: أنه قال: هو حديث صحيح، انظر: التلخيص الحبير 146/4].

অর্থঃ যুহাইর বিন আবূ ছাবিত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি মুগীরাহ বিন হাযাফ আল আবসীর কাছ থেকে শুনেছি তিনি হামদান এলাকায় এক ব্যক্তিকে আলীর নিকট অপর এক ব্যাক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন, সে কুরবানী দেয়ার জন্য একটি গাভী ক্রয় করেছে, কিন্তু গাভীটি (ইতো মধ্যে) বাচ্চা প্রসাব করে ফেলেছে এ ব্যাপারে তার কী করণীয়? আলী (রাঃ) বললেন ঃ (তাকে বলবে) তুমি শুধু মাত্র বাচ্চার উদ্বৃত্ত দুধটুকুই খাবে। এবং যখন কুরবানীর দিন আসবে তখন তাকে ও তার বাচ্চাকে সাত জনের পক্ষ হতে যবেহ করবে। - বায়হাক্বী ৫/২৩৬ ও ৯/২৮৮, হাদীছ নং যথাক্রমেঃ ৯৯৯০, ১৮৯৭৪, হাদীছটি ইবনু সাদও তার আত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৬/২৩১ গ্রন্থে এনেছেন,ইবনু কুদামাহ তার সুবিখ্যাতে কিতাব 'আলমুগনী'তে হাদীছটিকে সাঈদ বিন মানছূর ও আছরামের দিকে সম্পর্কিত করেছেন (দ্রঃআলমুগনী ৩/৫৮০,১১/১০৬)। অত্র মওকূফ হাদীছটি সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার (রহ.) বলেন ঃ হাদীছটিকে ইবনু আবী হাতিম তার 'ইলাল' নামক গ্রন্থে (২/৪৬) উল্লেখ করেছেন এবং আবূ যুরআ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ হাদীছটি ছহীহ (দ্রঃ হাফেয ইবনু হাজার প্রণীত 'আত্তালখীছুল হাবীর'৪/১৪৬)।

* আছার নং ৯

عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ فَإِنْ وَلَدَتْ قَالَ اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا... قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، كتاب الأضاحي، باب في الاشتراك في الأضحية، الحديث رقم 1423)

'হুজ্জিয়াহ বিন আদী আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,তিনি বলেনঃ গরু সাত জনের পক্ষ থেকে (কুরবানী হবে)। (হুজ্জিয়াহ বলেনঃ) আমি বললামঃ যদি সে গাভীটি বাচ্চা প্রসাব করে? তিনি বললেনঃ'তার সাথে তার বাচ্চাটিকেও কুরবানী করে দাও...'। - তিরমিযী, কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কুরবানীতে শরীক হওয়া, হা/১৪২৩,ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান এবং ছহীহ। মুহাদ্দিছ নাছেরুদ্দীন আলবানী এই মাওকুফ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। দ্রঃ ছহীহ তিরমিযী, কুরবানী অধ্যায়, হা/১২১৫, মাকতাবুত্ তারবিয়াহ্ আল আরাবী, প্রথম সংস্করণঃ ১৪০৮ হিঃ -১৯৮৮ ইং)।

* আছার নং ১০

عن حجية بن عدي عن علي أنه سئل عن البقرة، فقال: عن سبعة ، قال: مكسورة القرن؟ قال: لاتضرك (رواه البيهقي 275/9، الحديث رقم 18887)

অর্থঃ 'হুজ্জিয়া বিন আদী হতে বর্ণিত, তিনি আলী থেকে বর্ণনা করেনঃ তাকে (আলীকে) জিজ্ঞাসা করা হল- গরু সম্পর্কে (ওটা ভাগে কুরবানী দেয়া যায় কিনা ?) তিনি বললেন সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া যাবে। লোকটি বলল ঃ শিং ভাঙ্গা গরু কি কুরবানী দেওয়া যাবে? তিনি বললেন ওটা তোমার কোন অসুবিধা করবে না। - বায়হাক্বী ৯/২৭৫,হা/১৮৮৮৭, আছারটি ছহীহ,দ্র ঃ ফিকহুল উযহিয়্যাহ/৫৪)। একই আছার মুসনাদ আহমাদেও এসেছে এবং শাইখ শুআইব আরনাউত্ব বলেছেনঃ আছারটির সনদ হাসান (দ্রঃ মুসনাদ আহমাদ১/৯৫,হা/৭৩৪,১৩১১)।[৬] মুস্তাদরাক হাকেমেও আছারটি এসেছে(দ্রঃ মুস্তাদরাক,হা/৭৫৩৩,৭৫৩৪,৭৫৩৫)। শাইখ আলবানী আছারটিকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন (দ্রঃইরওয়াউল গালীল ৪/৩৬২-৩৬৩)[৭]।

***ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহ.) বলেনঃ** উট সাত জনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট অনুরূপভাবে গরুও সাত জনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। ইহাই অধিকাংশ বিদ্বানের কথা। ইহা আলী, ইবনু ওমার, ইবনু মাসউদ,ইবনু আব্বাস এবং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ থেকে বর্ণিত। একথারই প্রবক্তা হলেনঃ আত্বা, ত্বাউস, সালেম, হাসান, আমর বিন দীনার, ছাওরী, আওযাঈ, শাফেঈ এবং আছহাবুর রায় প্রমূখ। - দেখুনঃ ইবনু কুদামাহ প্রণীত'আল মুগনী' ১৩/৩৬৩-৩৬৪ আলহাজর ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত।

---

[6] عن حجيه قال : سأل رجلٌ علياً رضي الله عنه عن البقرة فقال:عن سبعة، فقال: مكسورة القرن؟ فقال: لا يضرك، قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسكَ فاذبح، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن.

تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن (مسند أحمد، 95/1، الحديث رقم 734، 1311).

[7] বিঃদ্রঃ হুজ্জিয়া বিন আদীর সূত্রে বর্ণিত আলীর উভয় আছারকে একই আছার গণ্য করা যেতে পারে,তবে উভয় আছারের ভাব-ভঙ্গীতে তফাৎ থাকাই আমি দুটি আছার গণ্য করেছি।

উল্লেখ্য ইমাম মালিক সফর, মুক্বীম সর্বাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ক্ষেত্রে শরীক কুরবানী অবৈধ বলেছেন। তিনি শুধু মাত্র একই পরিবারের মধ্যে শরীক কুরবানী বৈধ বলেছেন। - ইবনু আব্দিল বার প্রণীত আল ইস্তিযকার ৫/২৩৭,২৪১।

তবে তার কথাটি দলীল শুণ্য, এবং ছহীহ্ দলীল বিরোধী বিধায় অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

* আছার নং ১১

عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُتَـوَافِرُوْنَ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَعِيْرَ عَنْ سَبْعَةٍ (أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وعنه ابـن حزم في المحلى [7/ 382] بسند صحيح وهو في معجم فقه السلف [4/ 133]).

শা'বী হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছাহাবীদেরকে পেয়েছি, তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিলেনঃ তাঁরা গরু ও উট সাত জনের পক্ষ থেকে যবেহ্ করতেন।

- মুছান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, মু'জামু ফিক্বহিস্ সালাফ ৪/১৩৩, সনদ ছহীহ। দ্রঃ ইবনু হায্‌ম প্রণীত 'আল মুহাল্লা বিল আছার' ৭/৩৮২, [মাক্তাবাতু দারুত্ তুরাছ,কায়রো]।

* আছার নং ১২

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُوْلُـوْنَ: الْبَقَـرَةَ وَالْجَـزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ (أخرجه الإمام ابن حزم في المحلى 382/7).

ইবরাহীম (নাখঈ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছাহাবীগণ বলতেনঃ গরু এবং উট সাত জনের পক্ষ থেকে (কুরবানীতে যথেষ্ট)। -'আল মুহাল্লা বিল আছার' ৭/৩৮২, সনদ ছহীহ)।

উল্লেখ্য যে,এই আছারটি প্রমাণ করে, ছাহাবায়ে কেরাম উট-গরুর কুরবানীতে সাত জন শরীক হওয়ার ফাৎওয়া সাধারণভাবেই দিতেন। আর এর পূর্বের (ইমাম শা'বী কর্তৃক) বর্ণিত আছারটি প্রমাণ করে যে,ছাহাবায়ে কেরাম স্বয়ং নিজেরাই উট গরুর কুরবানীতে সাত জন করে শরীক হতেন। আর উভয় আছারের সনদ বিশুদ্ধ। - আল মুহাল্লা ৭/৩৮২।

অতএব, এবার দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মাণ হয়ে গেল যে, উট-গরুর কুরবানীতে সফর ছাড়াও সাত জন শরীক হওয়া সম্পূর্ণ শরী'আত সম্মত। এটা যেমন নবী (ছঃ)এর ক্বওলী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক তেমনিভাবে ছাহাবায়ে কেরামের ফাৎওয়া ও আমল দ্বারাও প্রমাণিত।

এসব হাদীছ ও আছারকেও সফরের সাথে সংযুক্ত করা মানেই নিজেকে মূর্খের কাতারে শামিল করা। কারণ কোন যোগ্য আলেমে দ্বীন এ রকম দায়িত্বহীন কথা বলতেই পারেন না। আশা করি প্রকৃত কোন আলেম তা বলবেনও না।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, যাঁরা মুক্বীম অবস্থায় শরীক কুরবানী বিধিসম্মত নয় বলে মন্তব্য করেছেন বা এখনও করে যাচ্ছেন, তাঁদের দলীল গুলো আমি ভাল করেই খতিয়ে দেখেছি, তাতে বুঝতে পেরেছি আসলেই তাঁরা এক প্রকার মাযূর, কারণ তাঁরা এসব হাদীছ ও আছার অবগত হতে পারেননি। আমার বিশ্বাস-যেহেতু তাঁরা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহের নিরপেক্ষ অনুসারী কাজেই আমার পুস্তিকায় বিধৃত নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর একাধিক ছহীহ হাদীছ, ছাহাবীদের আছার এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ফাতাওয়া গুলো পেলে তারা কখনই বছরের পর বছর উক্ত ভুল ফাতওয়ার পুনরাবৃত্তি করতেন না। আশা করি এসব দলীলাদি অবগত হওয়ার পর আর অমনটি ভবিষ্যতে করবেন না,কারণ একটি আরবী প্রবাদে বলা হয়েছে-

(الاعترافُ بالحق خيرٌ من التمادي في الباطلِ)

'সত্য স্বীকার করে নেওয়া বাতিলে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেয়ে অধিক উত্তম' আল্লাহ তাঁদেরকে সেই তাওফীক দিন-আমীন। জনৈক কবি যথার্থই বলেছেনঃ

إذا لم تر الهلال فسلم　　　لأناس رأوه بالأبصار

উল্লেখ্য, কেউ কেউ মনে করেন শরীক কুরবানী এজন্যই নাকচ করা উচিত, কারণ এই শরীক কুরবানীতে সাত শরীকের সাত রকম নিয়্যত থাকতে পারে। আর এমতাবস্থায় কুরবানী হবে না। তাই বলি, এই অজুহাতটিও মরীচিকা। আল্লাহ প্রত্যেককে তার স্ব স্ব নিয়্যতের ভিত্তিতে নেকী দিবেন। প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب بدأ الوحى برقم ١، وفي كتب أخرى من صحيحه ، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه برقم 3530].

সমস্ত আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল,আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই জুটবে যার সে নিয়্যত করেছে। - বুখারী, হা/১,৫২, ২৩৪৪, ৪৬৮৩, ৬১৯৫, ৬৪৩৯, মুসলিম, হা/৩৫৩০, তিরমিযী, হা/১৫৭১, নাসায়ী, হা/৭৪, ৩৩৮৩, ৩৭৩৪, আবুদাউদ, হা/১৮১২, ইবনু মাজাহ, হা/৪২১৭, আহমাদ, হা/১৬৩, ২৮৩)।

অতএব, কারও নিয়্যত শুধু গোস্ত খাওয়া প্রভৃতি হলেও বাকী যাদের সৎ নিয়্যত থাকবে,তাদের কুরবানী বিশুদ্ধই হবে।

তাছাড়াও দলীলের উপস্থিতিতে দলীলের বিপরীত কিয়াস করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও বাতিল। এ কিয়াস সর্বপ্রথম "আবু মুররাহ" করেছিল..!

আবার কেউ কেউ মনে করেনঃ 'শরীক কুরবানী বৈধ বললে ধনীরাও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অর্থ বাঁচাবে' ইহাও "আবু মুররাহ" এর যুক্তি। শরী'আত যে ক্ষেত্রে ধনী -গরীবের ভেদাভেদ রাখেনি সেক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে ভেদাভেদ সৃষ্টি করার কোনই অবকাশ নেই। সেসব ক্ষেত্রে ধনী-গরীবে অহেতুক ভেদাভেদ সৃষ্টি করার অর্থই হল নিজের পক্ষ থেকে শরী'আত তৈরী করা যা জঘণ্যতম অপরাধ। তা ছাড়াও ধনীদের সুবিধা নষ্ট করতে যেয়ে বিনা দলীলে গরীব শ্রেণীর শরী'আত সম্মত সুবিধা তথা মুক্বীম অবস্থায় শরীক কুরবানীর অধিকার নষ্ট করার কোন যুক্তি নেই, কারও অধিকারও নেই, কারও জন্য হালালও নয়।

আবার কেউ কেউ বলেনঃ 'শরীক কুরবানীতে যারা যারা শরীক হয় তাদের পক্ষ থেকেই শুধু কুরবানী করা হয়, তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় হয় না, পক্ষান্তরে আল্লাহর রাহে গোটা একটা জান কুরবানী দিলে গোটা পরিবার শরীক হতে পারে।' তাই বলি, এরূপ ধারণাও সর্বাংশে ঠিক নয়, বরং শরীক কুরবানী দাতার পরিবারও উক্ত শরীক কুরবানীতে শরীক হতে পারবে বলে অনেক বিজ্ঞ ওলামায়ে দ্বীন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

নিম্নে ঐ মর্মে সউদী আরবের ফাতাওয়া প্রদানের স্থায়ী কমিটির ফাৎওয়া পরিবেশিত হলঃ

السؤال الأول من الفتوى رقم (8790)

س1: هل للمسلم أن يضحي بسبع بعير أو سبع بقرة، ويشرك في الثواب من شاء من والديه وأولاده وأقاربه ومعلميه وغيرهم من المسلمين، أم أن السبع يكون لواحد فقط، لا يشرك معه في الثواب غيره؟

ج١: السنة أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، وأن سبع كل منهم يجزئ عن الواحد وعن أهل بيته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ফাৎওয়া নং ৮৭৯০ এর প্রথম প্রশ্নঃ

প্রশ্নঃ ১ কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য কি বৈধ রয়েছে যে, সে উটের এক সপ্তমাংশ বা গরুর এক সপ্তমাংশ দ্বারা কুরবানী দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে সেটার ছওয়াবে শরীক করবে? যেমনঃ নিজ পিতা-মাতা, নিজ সন্তান-সন্ততি, শিক্ষক মন্ডলী প্রমূখ মুসলিম? নাকি সেই উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ কুরবানী শুধু একজনের জন্যই হবে, অন্য কাউকে তার সাথে নেকীতে শরীক করতে পারবে না?

উত্তর ঃ ১ সুন্নাত হল এই যে, উট গরু প্রত্যেকটি সাতজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে, এবং তাদের প্রত্যেকের এক সপ্তমাংশ (তথা ভাগা কুরবানী) শরীকদার ব্যক্তি এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। আল্লাহ তাওফীক দাতা। আল্লাহ আমাদের নবী, তার পরিবার ও ছাহাবী বর্গের উপর ছালাত ও সালাম নাযিল করুন।

ইলমী গবেষণা ও ফাৎওয়া প্রদান স্থায়ী কমিটিঃ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বায (প্রধান), আব্দুর রায্যাক আফীফী (উপ প্রধান), আব্দুল্লাহ্ বিন গুদাইয়ান (সদস্য), আব্দুল্লাহ্ বিন কুউদ (সদস্য)[৮]।

মোট কথা ঃ সফর ছাড়াও শরীক কুরবানীর বৈধতা প্রমাণিত হওয়ার পরেও তা বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়া বা তাকে ঘৃণার চোখে দেখা বা মানুষের সামনে তা অবৈধ বলে প্রচার করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) [سورة محمد: 9]

'এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন,তারা তা পছন্দ করেনি অতএব, আল্লাহ্ তাদের আমলকে বাতিল করে দিয়েছেন'। - সূরা মুহাম্মাদঃ ৯।

---

[৮] উল্লেখ্য এর পূর্বে স্থায়ী কমিটি ঐ মর্মে ফাৎওয়া দিতে গিয়ে বলেছিলেনঃ বিষয়টিতে ওলামায়ে দ্বীনের দুটি অভিমত রয়েছেঃ প্রথম মতঃ ভাগা কুরবানী পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। দ্বিতীয় অভিমতঃ ভাগা কুরবানী পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে না।

এর পর তাঁরা ভাগা কুরবানী পরিবারের পক্ষ থেকে চলবে না মর্মের মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে ছিলেন। সে সময়ের স্থায়ী ফাৎওয়া বোর্ডের সদস্য ছিলেন,শাইখ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আলুশ্ শাইখ এবং আব্দুর রায্যাক আফীফী এবং আব্দুল্লাহ্ বিন গুদায়ইয়ান(দ্রঃফাতাওয়াল্লাজনাহ আদ্দায়িমাহ,ফাৎওয়া নং৫)।

উল্লেখ্য যে,এই কমিটির শাইখ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আলুশ শাইখ ব্যতীত সকলেই পরবর্তী ফাৎওয়াতেও রয়েছেন-যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত কমিটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, ভাগা কুরবানীও পরিবারের পক্ষে থেকে যথেষ্ট হবে। কারণ এই ফাৎওয়াটি পূর্বের, যে সময় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আল্লামা ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আলুশ্ শাইখ। আর ভাগা কুরবানী পরিবারের পক্ষ থেকে চলবে মর্মের ফাৎওয়াটি পরের,কারণ আল্লামা আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায শাইখ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদের পরবর্তীতে 'ফাৎওয়া প্রদান স্থায়ী কমিটির' চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়ে ছিলেন। এর পরও ভাগায় পরিবার শরীক হওয়ার বিষয়টি অকাট্য নয়,কাজেই বিতর্ক থাকা স্বাভাবিক। তবে সাধারণভাবে মুক্বীম অবস্থায় শরীক কুরবানীর বৈধতা যেহেতু সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত,কাজেই তা জেনে শুনে অস্বীকার করা কোন মুমিন ব্যক্তির জন্য হালাল নয়।

*উপসংহারঃ

সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে হবে, এবং অসত্যকে অসত্যই জানতে হবে ও বলতে হবে। হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে হক ও বাস্তব বিবর্জিত কোন কথা বলার কারও অধিকার নেই, হালালও নয়। কারণ, এর মাধ্যমে সত্যের মানহানী করা হয়, সত্যকে প্রত্যাখান করা হয়। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সালাফে ছালেহীন এবিষয়ে আমাদের জন্য উজ্জ্বল আদর্শ।

নিম্নে ছহীহ বুখারী প্রভৃতি থেকে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হলঃ

عَنْ هُزَيْلَ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. (أخرجه البخاري في الفرائض برقم 6239 وأبوداود برقم 2504 والترمذي برقم 2019 وابن ماجة برقم 2712 كلهم في كتاب الفرائض من سننهم، وأخرجه أحمد في مسنده بالأرقام التالية: 3508، 3866، 4188، 3979).

হোযাইল বিন শুরাহবীল হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু মূসা (আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে জিজ্ঞেস করা হল (কোন মৃত ব্যক্তির) নিজ কন্যা, নিজ ছেলের মেয়ে, এবং তার নিজ বোন সম্পর্কে (অর্থাৎ এদের মাঝে কিভাবে মীরাছ বন্টন করা হবে?) তদুত্তরে তিনি বললেনঃ নিজ কন্যার জন্য হবে অর্ধেক এবং তার বোনের জন্য হবে অর্ধেক। "তুমি ইবনে মাসঊদের কাছে যাও অচীরেই তিনি আমারই অনুকুল বলবেন (অর্থাৎঃ তিনি আমার মতই ফায়ছালা দিবেন) ইবনু মাসঊদকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল এবং আবু মূসা এর কথাটি তাকে বলা হল। তখন তিনি বললেনঃ <u>আমিও যদি তাই করি তবে তো আমি পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্ত র্ভুক্ত হব না। আমি সে বিষয়ে ঐভাবেই ফায়ছালা দিব যেভাবে স্বয়ং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফায়ছালা দিয়েছেন</u>। (আর তা হলো ঃ) নিজ কন্যার জন্য হবে অর্ধেক (সম্পত্তি) এবং দুই তৃতীয়াংশের পূর্ণতাস্বরূপ

তার ছেলের কন্যার জন্য হবে এক ষষ্ঠমাংশ এবং বাকী যা থাকবে তার বোনের প্রাপ্য।" (রাবী হোযাইল বলেনঃ) এবার আমরা আবু মূসার নিকট আসলাম এবং তাঁকে ইবনু মাসউদের ফায়ছালা অবগত করালাম,তখন তিনি বললেনঃ <u>যত দিন তোমাদের মাঝে এই ইলমের পাহাড় বিদ্যমান থাকবেন তত দিন পর্যন্ত আমাকে তোমরা (কোন কিছু) জিজ্ঞাসা করবে না।</u> - বুখারী ফারায়েয অধ্যায়, হা/৬২৩৯, আবুদাউদ, হা/২৫০৪ তিরমিযী, হা/২০১৯ ইবনুমাজাহ, হা/২৭১২ হাদীছটিকে তাঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব গ্রন্থের ফারায়েয অধ্যায়ে সংকলন করেছেন। হাদীছটিকে ইমাম আহমাদও তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে সংকলন করেছেনঃ হা/৩৫০৮, ৩৮৬৬, ৩৯৭৯, ৪১৮৮)।

অত্র ঘটনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল যে, বাতিলকে বাতিল বলেই স্বীকৃতি দিতে হবে। সে বিষয়ে কারও ব্যক্তিত্বের দিকে লক্ষ্য করে গোজামিল দিয়ে কিছু বলার কারও অধিকার নেই। কেউ শরী'আত সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ভুল ফায়ছালা দিয়ে থাকলে এবং পরে তার নিকট উক্ত ভুল প্রমাণিত হলে (তা যার মাধ্যমেই প্রমাণিত হোক না কেন) উক্ত ভুলকে ভুল বলেই স্বীকার করতে হবে এবং উদার চিত্তে মেনে নিতে হবে,যেমনটি আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) স্বীকার করে ছিলেন ও মেনে নিয়ে ছিলেন। এবং যিনি ভুল ধরিয়ে দিবেন তাঁকে নিন্দাবাদ না জানিয়ে পারলে ধন্যবাদ জানাতে হবে।

এভাবে সালাফে ছালেহীনের একাধিক ব্যক্তি থেকে তাদের পূর্ব ভুল ফাতাওয়া থেকে ফিরে আসার বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনু আব্দিল বার সুফয়ান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ ইবনু আব্বাস ও যায়দ বিন ছাবিত, ঐ ঋতুবতী মহিলা সম্পর্কে মতবিরোধ করেন যে (হজ্জ শেষে বিদায়ী তওয়াফ ছাড়াই) মক্কা ত্যাগ করতে চায়। যায়েদ (রাঃ) বললেনঃ সে বিদায় হতে পারবে না যে যাবৎ তার শেষ সাক্ষাত বায়তুল্লাহ্‌র সাথে (তাওয়াফ দ্বারা) না হবে। এতদশ্রবণে ইবনু আব্বাস (রাঃ) যায়েদকে বললেনঃ আপনি আপনার মহিলাদেরকে তথা উম্মু সুলাইমান ও তার সঙ্গিনীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। একথা শুনে যায়দ গিয়ে তাঁর মহিলাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন অতঃপর হাসতে হাসতে ফিরে আসলেন এবং বললেনঃ তোমার কথাটিই সঠিক।

মুসলিম শরীফে হাদীছটি নিম্নরূপ বিধৃত হয়েছেঃ

(عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لاَ فَسَلْ فُلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ) [صحيح مسلم 93/4، رقم الحديث 4285]

ত্বাউস তাবেঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর সাথে ছিলাম। এসময় যায়দ বিন ছাবিত (রাঃ) বললেনঃ তুমি ফাৎওয়া দিচ্ছ যে ঋতুবতী মহিলা (হজ্জ শেষে) ফিরে যেতে পারে তার শেষ মুহূর্তটি বায়তুল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ (তাওয়াফ দ্বারা) না হওয়ার পূর্বেই? তখন ইবনু আব্বাস বললেনঃ এটা সঠিক না মনে করলে আপনি নিজেই ওমুক আনছারী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করুন, তাকে কি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করার নিদের্শ দিয়ে ছিলেন (অথচ তিনি সে সময় ঋতুবতী ছিলেন)? তিনি (ত্বাউস) বলেনঃ যায়দ বিন ছাবিত (উক্ত মহিলার নিকট থেকে তথ্য নিয়ে) হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলতে লাগলেনঃ আমি মনে করি তুমি অবশ্যই সত্য বলেছ। - মুসলিম, ৪/৯৩, হা/৩২৮৫।

আমিও ছাহাবী ইবনু মাসঊদ ও ইবনে আব্বাস প্রমুখগণের অনুকরণে **'মুক্বীম অবস্থায় শরীক কুরবানী'** প্রসঙ্গে যা হক তাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তুলে ধরেছি ও স্বীকার করেছি,এবং যা বাতিল তার বাতিল হওয়া প্রমাণ করে দিয়েছি। এখন চায় শুধু ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও যায়দ বিন ছাবিত(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) প্রমুখের মত 'হক' মেনে নেওয়ার উদার মানসিকতা।

আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হুঁশিয়ারী বাণীটি-

...مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ (سنن أبي داود، كتاب الأقضية، رقم

الحديث 3123، و مسند أحمد، رقم الحديث 5129، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم 2248، وصحيح الجامع برقم 6196).

'... যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে বাতিলের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক করবে, সে আল্লাহ অসন্তুষ্টিতে থাকবে যে যাবত সে ঐকর্ম থেকে ফিরে না আসবে, আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কটূক্তি করবে যা তার মাঝে প্রকৃত পক্ষে নেই আল্লাহ্ তাকে 'রাদগাতুল খাবাল' তথা জাহান্নামীদের গলিত রক্ত-পুজের স্তুপে বসবাস করাবেন। - আবূ দাউদ, বিচার অধ্যায়, হা/৩১২৩, আহমাদ, হা/৫১২৯, হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহ তারগীব, হা/২২৪৮, ছহীহুল জামে' হা/৬১৯৬) (নাউযু বিল্লাহি মিন যা-লিক)।

আমাদের আরও মনে রাখতে হবে-আল্লাহ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে হক কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন,যদিও তা আমাদের বিরুদ্ধেও যায় না কেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) [سورة النساء:135]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায় সাক্ষ্য দান কর, যদিও তা তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে হয় তবুও। - আন্ নিসা ঃ ১৩৫।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ'তুমি হক কথা বল,যদিও তা তোমার বিরুদ্ধে যায়'। - ছহীহাহ, ৪/৫৪২ হা/১৯১১, ছহীহ তারগীব ও তারহীব ২/৩২৩, হা/২৪৬৭।

তিনি আরও বলেনঃ 'তুমি হক কথা বল,যদিও তা তিতা লাগে'।

- আহমাদ, ইবনু হিব্বান, হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ কাশ্ফুল খাফা ২/৮৮৪, হা/১৮৯০, সুবুলুস সালাম ১/১২০)।

আরও জেনে রাখা দরকার, প্রতিপক্ষের নিকট বা জনসাধারণের নিকট লজ্জা পাওয়ার ভয়ে হক জেনে শুনে স্বীকার না করা বিদ'আত পন্থী লোকের আলামত।

ইমাম ওয়াকী' বলেনঃ আহলে ইলমগণ তাদের পক্ষের-বিপক্ষের সব কথাই লিখেন,পক্ষান্তরে যারা বিদ'আতী তারা কেবল নিজ পক্ষের কথাটিই

লিখে থাকে। - 'আত্তাহক্বীক্ব ফী আহাদীছিল খিলাফ'-প্রথম খন্ড, পৃঃ২৪, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ থেকে মুদ্রিত। 'আলমাদ্খাল ১/৪৫২, আলবানীর 'আররাদ্দুল মুফহিম..' ১/১১ প্রভৃতি[9]।

আরও মনে রাখা দরকার, সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করলে মানহানী হয় না,বরং দুনিয়া ও আখিরাতে আরও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যার বাস্তব নমুনা পূর্বের সালাফে ছালিহীন এবং বর্তমান যুগের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী সহ আরও অনেক গবেষক উলামায়ে দ্বীন। শাইখ আলবানীর হাদীছ গবেষণা খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে ২/৩ শতাধিক হাদীছের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বের মত পরিবর্তন করে নতুন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যার ফলে পূর্বের ছহীহ হাদীছ পরে যঈফ, পূর্বের যঈফ হাদীছ পরে ছহীহ বা হাসান, এমনকি এর বিপরীতও পরিলক্ষ্যিত হয়েছে। কিন্তু সেকারণে তার মান-সম্মানের কোন ক্ষতি হয়নি। বরং এভাবে অকপটে হকের স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য তাঁর সুনাম সুখ্যাতি দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এজন্যই সুন্নী উলামায়েদ্বীন তাঁকে অতীব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তকেই চুড়ান্ত ফায়ছালা হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। আল্লামাহ্ ইবনু বায ও ইবনু উছায়মীনের মত ইলমের পাহাড়ও হাদীছের ক্ষেত্রে তাঁর 'তাছহীহ' ও 'তাযঈফ'কে মেনে নিয়েছেন।

অবশ্য বিদআ'তীরা তাঁর হক্বপ্রিয়তা ও হক্বের নিকট আত্মসমর্পণকে দুর্বলতার পয়েন্ট হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তার সত্যাশ্রয়িতা তার

---

[9] قال الإمام وكيع:أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا مـــا لهـــم (راجـــع: التحقيق في أحاديث الخلاف، المجلد الأول-ص 24/ تحقيق مسعد عبد الحميد محمد الـــسعدني، دار الكتـــب العلمية-بيروت.الطبعة الأولى 1415هـــ).

وروي مثل ذلك القول عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله.(راجع:الجواب الصحيح لمن بدل ديـــن المـــسيح 343/6، اقتضاء الصراط المستقيم 7/1، ومنهاج السنة النبوية 37/7).

وقال المحدث الألباني رحمه الله:

ولقد صدق من قال : أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء يـــذكرون مـــا لهـــم ولا يذكرون ما عليهم (الرد المفحم، جزء 1 - صفحة 11/ الناشر : المكتبة الإســـلامية - عمـــان – الأردن، الطبعة : الأولى –1421 هـــ، عدد الأجزاء : 2).

বিরুদ্ধে তাদের মুখ খোলার ও কলম ধরার সুযোগ করে দিয়েছে। এতে তার কোন মান কমেনি।

আরও মনে রাখতে হবে সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পরও তা গ্রহণ না করা বা তাকে ছলে বলে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া অহংকারীর আলামত, যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। **দলীলঃ**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً! قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ (أخرجه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه برقم ١٣١).

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ফরমিয়েছেনঃ ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে। (একথা শুনে) জনৈক ব্যক্তি বললঃ কোন ব্যক্তি তার পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর হওয়া এবং জুতা উত্তম হওয়া পসন্দ করে (ইহাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?) তিনি বললেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর তিনি সৌন্দর্যতা পছন্দ করেন। অহংকার হলঃ সত্যকে প্রত্যাখান করা এবং মানুষকে ছোট চোখে দেখা তথা হেয় প্রতিপন্ন করা। - মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, হা/ ১৩১।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সালাফে ছালেহীনের অনুসরণে উদারচিত্তে হক গ্রহণ করতঃ তা আমলে পরিণত করার তাওফীক দিন, বাতিল থেকে নিরাপদ রাখুন, বাতিলকে বাতিল ঘোষণা দেওয়ার সাহস দিন, সর্ব ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা সালাফে ছালেহীন ও আইম্মায়ে মুহাদ্দিছীন থেকে গ্রহণ করার উদার মানসিকতা দান করুন (আমীন)।

(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)

অত্র গ্রন্থের সারনির্যাস কথা বিধৃত হয়েছে ঃ নিম্নোক্ত তুলনামূলক পয়েন্টগুলোতে

৭ শরীকে কুরবানী ব্যক্তি ও পরিবার সফর ও মুক্বীম উভয় অবস্থায় **জায়িয**	৭ শরীকে কুরবানী ব্যক্তি ও পরিবার মুক্বীম অবস্থায় **নাজায়িয**
১। ছহীহ্ হাদীছের অর্থ ও মর্ম অনুযায়ী।	১। ছহীহ্ হাদীছের যঈফ জাল অর্থ অনুযায়ী ।
২। হাদীছ বুঝার সঠিক মুলনীতি অনুযায়ী প্রমাণিত।	২। হাদীছ বুঝার মনগড়া বেঠিক মূল নীতি অনুযায়ী প্রমাণিত।
৩। সালাফ তথা সাহাবী তাবেঈগণের বুঝ অনুযায়ী।	৩। কিছু ব্যক্তিবর্গের ঝুঝ অনুযায়ী
৪। বড় বড় আলিমগণের বুঝ অনুযায়ী।	৪। ছোট খাট আলিমদের বুঝ অনুযায়ী।
৫। আলিমগণের দৃষ্টিতে বড় বড় আলিমগণের বুঝ অনুযায়ী।	৫। কোন নির্দিষ্ট দল বা সংগঠনের সাধারণ জনগণের দৃষ্টিতে আলিমদের বুঝ অনুযায়ী।
৬। বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য ভাষ্যগ্রন্থ ও তাফসীর গ্রন্থে বিদ্যমান তথ্য অনুযায়ী।	৬। মৌখিক বক্তব্য ও বাংলা ম্যাগাজিনের প্রচারকৃত ভাসমান তথ্য অনুযায়ী।
৭। সর্বযুগের সমস্ত গ্রহণযোগ্য আলিমগণের ঐকমত্য অনুযায়ী।	৭। বর্তমান যুগের নির্দিষ্ট একটি সংগঠনের আলিমদের পর্যায়ভুক্ত নয় এমন কতিপয় ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব মত ও বুঝ অনুযায়ী।
৮। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবে লিপিবদ্ধ তথ্যানুযায়ী।	৮। আজ পর্যন্ত কোন গ্রহণযোগ্য কিতাবে স্থান পায়নি এমন তথ্যানুযায়ী।